ইনকিলাব

তারিখ 04 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

শিশুদের ভর্তিযুদ্ধ

বছরের শুরুতে রাজধানীসহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে শিশুদের স্কুলভর্তির যুদ্ধ একটি সাংবাৎসরিক খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বছরের ভর্তিযুদ্ধের খবর ইতিমধ্যেই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এক খবরে জানা যায়, প্রতি বছর দেশে প্রায় ২৫ লাখ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়সে পদার্পণ করে। এসব শিশুর প্রায় অর্ধেক সঠিক সময়ে স্কুলে ভর্তির সুযোগ পায় না। এই সুযোগ না পাওয়ার পেছনে নানামুখী কারণ বিদ্যমান রয়েছে। দেশে সরকারী স্কুলের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭১০টি, এ ছাড়া রেজিস্টার্ড, বেসরকারী, কম্যুনিটি ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সংখ্যা অর্ধ লক্ষাধিক। শুধু ঢাকা শহরে প্রতি বছর প্রায় এক লাখ শিশু ভর্তির বয়েসে পদার্পণ করে এবং তিরিশ হাজার শিশুই নানা কারণে পড়ালেখার সুযোগ পায় না। খোদ রাজধানী শহরের এ পরিসংখ্যান হতাশাজনক। ঢাকায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩২২টি, এর মধ্যে সরকারী স্কুল মাত্র ২৪টি, এছাড়া কয়েক হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুলও রাজধানীর প্রাথমিক শিক্ষায় অবদান রাখছে। সকল শিশুর জন্য শিক্ষার সমান অধিকার নিশ্চত করার সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকলেও তার বাস্তবায়ন আদৌ ঘটেনি। রাজধানী শহরের লক্ষাধিক শিশুর জন্য তিন-চারশ' স্কুলের মধ্যে মাত্র কয়েকটি বেসরকারী নামিদামী স্কুলে এবং ২৪টি সরকারী স্কুলে অভিভাবকরা হুমড়ি খেয়ে পড়েন কেন? তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজধানীর সরকারী স্কুলগুলোর চেয়ে বেসরকারী কয়েকটি স্কুল বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল এবং পড়াশোনার মান, সহ-শিক্ষাক্রমিক তৎপরতায় অনেকটা এগিয়ে আছে। এ কারণেই এসব নামিদামী স্কুলগুলোতে অভিভাবকরা নিজেদের সন্তানদের ভর্তি করাতে তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। নিজেদের সন্তানদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে অভিভাবকদের গলদঘর্ম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে প্রাথমিক স্তরে সকল শিক্ষার্থীকে সমমানের শিক্ষাদানের সরকারী কোন প্রয়াস বা উদ্যোগ এখনো পরিদৃষ্ট হয়নি। শুধুমাত্র কয়েকটি কথিত নামিদামী স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীরা ভালমানের শিক্ষার নিশ্চয়তা লাভ করবে, বাকি লাখ লাখ শিশু মানহীন শিক্ষা ও অবহেলার শিকার হবে, এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে সকল উচ্চতর শিক্ষা ও শিশুর মানবিক ঔৎকর্ষের ভিত্তিভূমি। প্রতিটি শিশুর জন্য সুন্দর ও আন্তরিক পরিবেশে, বিজ্ঞানসম্মত কারিকুলামে এবং বৈচিত্র্যময় আবহে পড়ালেখা করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। দেশকে উন্নত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিতে আজকের বিপুলসংখ্যক শিশুকে উন্নত ও একক মানসম্পন্ন শিক্ষার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব।

নামিদামী স্কুলগুলোতে ভর্তির প্রতিযোগিতা আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার অনাকাঙ্খিত বৈষম্য ও অব্যবস্থাপনাকেই প্রকট করে তোলে। একটি ভাল স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করাতে সারাবছর শিশুকে তুমুল ভর্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বাধ্য করা হয়। এরই সুযোগে রাজধনীসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে গড়ে ওঠেছে রমরমা ভর্তি কোচিং ব্যবসায়। একদিকে শিশুর উপরে একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে তাকে হীনমন্যতায় নিক্ষেপ করা হচ্ছে, অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র একটি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিসেবা হিসেবে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। অবস্থাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী অভিভাবকরা সরকারী-বেসরকারী নামিদামী স্কুলে মোটা অংকের ডোনেশন দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী শিক্ষার্থীদেরও ভর্তি করিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করছেন। এর ফলে আসনসংখ্যা সীমিত হওয়ায় অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিশুটিও ভর্তির সুযোগ পায় না। বছরের পর বছর এ ধরনের বৈষম্যনীতি অনেকটা প্রকাশ্যেই চলে আসছে। বন্দরনগরী চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীর মত বিভাগীয় শহরগুলোতেও শিশুদের ভর্তির জন্য এভাবে যুদ্ধ করতে দেখা যায়। রাজধানীর ভিকারুননেছা ও আইডিয়াল স্কুলের মত বিদ্যালয়ে যেসব শিশু ভর্তির জন্য পরীক্ষা দেয়, এদের শতকরা নব্বইজনকেই একবুক বেদনা ও হতাশা নিয়ে বাড়ী ফিরতে হয়। তীব্র মানসিক চাপে পড়ে ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ শিশুদের কান্নায় ভেঙে পড়া ছবিও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শিশুদের কোমল হৃদয়ে এর বিরূপ প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে বলে বোদ্ধামহলের অভিমত। প্রাথমিক শিক্ষার এই করুণ দশা কাটিয়ে উঠতে দেশের সার্বিক শিক্ষার মানোন্নয়নে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর জন্য তার বাড়ীর কাছের স্কুলটিই সুবিধাজনক ও নিরাপদ। এ লক্ষ্যে প্রতিটি সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়কে একটি গ্রহণযোগ্য মানে উন্নীত করা দরকার। কতিপয় স্কুল নামিদামী স্কুলের মর্যাদা লাভ করছে আর হাজার হাজার স্কুল একই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করেও কেন তেমন অবস্থান পাচ্ছে না তা খতিয়ে দেখা দরকার। গত দু'তিন দশকে ঢাকা শহরে লোকসংখ্যা বেড়েছে কয়েকগুণ, বর্তমানে এক কোটির অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত ঢাকায় মাত্র ২৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। উচ্চশিক্ষার জন্য দেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ এবং কয়েকগুণ হলেও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বছরের পর বছর একই থাকছে, এটা মোটেও কাম্য নয়। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সরকারী স্কুলের সংখ্যা বাড়ানো আবশ্যক। রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা নিয়েও এন্তার অভিযোগ রয়েছে অভিভাবকদের। সব স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা একই প্রশ্নপত্রের আলোকে একই দিনে হওয়া আবশ্যক। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলিত রেখে উচ্চ শিক্ষার বাস্তবায়ন কখনো ফলপ্রসূ হতে পারে না। নতুন শিক্ষানীতি